[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হত্যা করা হয়।

পরবর্তীতে নিহত ছাত্র রোকনের পিতা জামায়াত নেতা আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট দামুড়হুদা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করতে আসেন। কিন্তু পুলিশ ওই মামলা গ্রহন না করে তাকে থানা থেকে বের করে দেয়া হয়।

পরবর্তীতে তিনি আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। আদালতে মামলা করার পর বাড়তে থাকে হুমকির মাত্রা। এমপি আলী আজগার টগরের নির্দেশে ওসি সুকুমার বিশ্বাস তাকে অব্যহতভাবে ক্রসফায়ারের হুমকি দিতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে পুলিশ গভীর রাতে তাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নেয়।

পরবর্তীতে তার চোখে কালো কাপড় বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ক্রসফায়ারের হুমকি দেয়া হয়। অব্যহত হুমকির মুখে জীবন বাঁচাতে তিনি বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। ৫ আগস্ট জনরোষের মুখে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পরপরই আত্মগোপনে চলে যায় এমপি আলী আজগারসহ তার পুরো ক্যাডার বাহিনী। পরবর্তীতে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাড়ি ফিরে আসেন জামায়াত নেতা আবু বকর সিদ্দিক। হত্যা ঘটনার পাঁচ বছর পর গত ৩ অক্টোবর দামুড়হুদা আমলী আদালতে ১৫ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনের নামে হত্যা মামলা দায়ের করেন তিনি। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরকে।

এ মামলার অপর আসামীরা হলেন দামুড়হুদা মডেল থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুকুমার বিশ্বাস, সাবেক ওসি (তদন্ত) কেএম জাহাঙ্গীর, সাবেক এসআই তপন কুমার নন্দী, সাবেক এসআই শেখ রফিকুল ইসলাম, কনস্টেবল দিপু গাঙ্গুলী, খালিদ মাসুদ, নজরুল ইসলাম, শফিউর রহমান, ফিরোজ ইকবাল, দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের হুজুর আলীর ছেলে মাসুম, একই গ্রামের মৃত আইজাল মল্লিকের ছেলে আলীহিম, আলী মিয়ার ছেলে সুমন, আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাজিব ও সজল।

দামুড়হুদা আমলী আদালত-২ এর বিচারক মোঃ. মোস্তফা কামাল মামলাটি আমলে নিয়ে ঝিনাইদহ পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। মামলা নং- ৫৬৮/২০২৪, তারিখ-০৩/১০-২০২৪।